للرجال فقط বইয়ের অনুবাদ

# ফিমেল মাইন্ড

পুরুষের জন্য স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব বোঝার সূত্র

আদহাম শারকাভি

শাহেদ হারুন
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

# ভেতরের পাতায়


আপনার সৃষ্টি মাটি থেকে আর তার সৃষ্টি আপনার থেকে .....৯

সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য..... ১৫

তিনি বাকযুদ্ধ চালিয়ে যান আর আপনি চালিয়ে যান মুষ্টিযুদ্ধ ..... ১৯

তিনি আপনাকে উপদেশ দিতে গেলে আপনি হন বিরক্ত .....৩০

তুমি আমার সিন্দুক.. তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন.....৪২

সেও তো কাজ করে! .....৫০

সেও তার চোখ দিয়ে ভালোবাসে.....৬২

সে একা নয়...তারা সবাই এমন.....৮১

তার বেশি-কথা-বলা প্রসঙ্গে .....৮৪

তার অতিরিক্ত ভাবাবেগ প্রসঙ্গে .....৮৬

জামা-কাপড় বাছতে গিয়ে তার খুঁতখুঁতে ভাব .....৮৮

অতীতের সব পৃষ্ঠা খুলে বসা প্রসঙ্গে.....৯০

বাহ্যিক রূপের ব্যাপারে তার উদ্বেগ ..... ৯১

কৃপণতা নারীদের শত্রু.....৯৮

নিজের প্রেমে নিজে হাবুডুবু খাবেন না..... ১০৮

আপনার অতীত আপনার কাছে থাকুক, তার অতীত তার কাছে .১১৫

প্রত্যাশার ছাদটা একটু নিচু রাখুন.....১২৭

ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকবে ..... ১৩৮

সে আপনার কাছে চায়টা কী?.....১৫৫

তাকে নিয়ে কখনো লজ্জিত হবেন না ..... ১৫৮
মানুষের সামনে তার সমালোচনা করবেন না ..... ১৬০
শুধু নিজের মাথা নাড়াবেন না..... ১৬৫
তার বিশেষ মুহূর্তগুলো ভুলবেন না..... ১৬৮
তার বান্ধবীদের কাছ থেকে তাকে আগলে রাখবেন না ..... ১৭১
তাকে তার পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না ..... ১৭৩
তার সামনে অন্য কোনো নারীর প্রশংসা করবেন না ..... ১৭৭
তার বুদ্ধিমত্তা যা-ই থাকুক, তাকে শ্রদ্ধা করুন..... ১৮০
তার সাথে নরম হোন..... ১৮৪
রসিক ও প্রাণবন্ত ব্যক্তি সবসময় আশাবাদী থাকে..... ১৮৫
রসিক ও প্রাণচঞ্চল মানুষ স্ত্রীর সৌন্দর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে .. ১৮৬
রসিক ও প্রাণোচ্ছল মানুষ ঝগড়ায় খুব একটা জড়াতে চায় না. ১৮৭
পদক্ষেপটা আপনাকেই নিতে হবে ..... ১৯০
আলীবাবার গুহা .....১৯৩
চিচিং ফাঁক তথা সঠিক কোড ..... ১৯৭
♡ তোমাকে ভালোবাসি ..... ১৯৭
♡ আজকের দিনটা কেমন গেল?..... ২০১
♡ তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতি!..... ২০৪
♡ তোমার ব্যাপারেই চিন্তা করছিলাম! ..... ২০৮
♡ তোমার কি কোনো সাহায্য লাগবে?..... ২১১
♡ আমার কাছে টাকার চাইতেও তুমি দামি..... ২১৫
ডাল ফাঁক, গম ফাঁক, ছোলা ফাঁক ইত্যাদির মতো কিছু ভুল কোড...২১৮
💔 তোমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে..... ২১৮

- তোমার যা ইচ্ছা! ..... ২২১
- আমারই ভুল হয়েছে! ..... ২২৪
- আমার এখন সময় নাই! ..... ২২৭
- তুমি দেখছি তোমার মায়ের মতো! ..... ২৩১
- আমি যত নারীকে চিনি, তাদের তুলনায় তুমি অন্যরকম... ২৩৪

**নারীদের ভাষা** ..... ২৩৭

- ঠিক আছে করতে থাকো! ..... ২৩৯
- গায়ে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই! ..... ২৪০
- আমাদের জীবনটা কেমন যেন রুটিনমাফিক হয়ে গেছে! ..... ২৪২
- নাহ, কিছু না! ..... ২৪৩
- তুমি আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না! ..... ২৪৫
- এটা কি তোমার এখন করতেই হবে! ..... ২৪৭
- আমি কি মোটা হয়ে গেছি? ..... ২৪৯
- আমি তোমাকে ঘৃণা করি! ..... ২৫০
- ভালো হতো যদি... ..... ২৫৩
- এই তো পাঁচ মিনিট ..... ২৫৪

**তার কাছেই পাবেন মমতা, তার কাছেই পাবেন নিরাপত্তা!** ..... ২৫৮

**স্ত্রী আপনাকে কী বলতে চায়?** ..... ২৭০

- আমি তোমার সাথে যখন কথা বলব, তখন আমার দিকে তাকাবে!.. ২৭২
- আমার জন্য তোমার ঈর্ষা আমার খুব ভালো লাগে, তাই-বলে পাগল হতে যেয়ো না! ..... ২৭৩
- আমি অনেক শক্তিশালী, তবুও তোমাকে আমার প্রয়োজন!... ২৭৫
- লোকজনের সামনে আমার সমালোচনা করতে যেয়ো না! .... ২৭৭

- আমার সাথে সুন্দর কথা বলুন, সৌজন্যমূলক কথা বলুন!.... ২৭৯
- ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমি আমার বান্ধবীদের সব বলে বেড়াই না!..... ২৮২
- তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে, সবসময় আমি শুরু করতে পছন্দ করি না!..... ২৮৪
- আমার ভয় হয়—অন্য কোন মেয়ে এসে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে!..... ২৮৫
- আমি সাজসজ্জা করছি অন্য নারীদের জন্য, কোনো পুরুষের জন্য নয়!..... ২৮৬
- আমি তোমার স্ত্রী, চাকরানি নই!..... ২৮৯

**আল্লাহর শুকর যে, সে সব ভুলে যায়!..... ২৯৩**

**স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র!..... ৩০০**

ভাষা হতে হবে সংযত ও শালীন..... ৩০১

সম্মোধিত ব্যক্তিবর্গের উপযোগিতা..... ৩০২

আলোচনার উদ্দেশ্য : আলোচনা কখনো উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না৩০২

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এক নারীর অভিযোগ..... ৩০৩

# সে আপনার কাছে চায়টা কী?

জীবনে বহুবার (অথবা নিদেনপক্ষে একবার হলেও তো) আপনি কোনো ইলেক্ট্রিক ডিভাইস নিশ্চয় কিনেছেন। তো, এ ধরনের ডিভাইস কিনলে প্রথমেই আপনি যে কাজটা করেন তা হলো, বাক্সটা খুলে এর ব্যাবহার-প্রণালিটা পড়ে নেন। আর এটা তো জানা কথা যে, কোনো কোম্পানি ব্যবহার-পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া কোনো কিছু বাজারে ছাড়ে না। কোনো যন্ত্রপাতি কিনলে আমরা যে-কেউ এই কাজটা আগে করি। আর এটাই হচ্ছে যে-কোনো ডিভাইস ব্যবহার-করার সঠিক পদ্ধতি। এর কারণ একেবারেই স্পষ্ট এবং সাদামাটা। আমাদের আগে বুঝে নিতে হবে—এটা ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতিটা কী! আর যদি এটা ব্যবহার করার গোপন পদ্ধতিগুলো আমাদের জানা না থাকে, তাহলে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা দুই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারি—

প্রথমতঃ ডিভাইসটি থেকে আমরা সর্বোচ্চ উপকারটুকু লাভ করতে পারব না। কারণ, এর ব্যবহার-প্রক্রিয়ার অনেক কিছুই আমাদের অজানা, যা জানতে পারলে আরও অধিকতর পন্থায় উপকৃত হওয়া যেত।

দ্বিতীয়তঃ ডিভাইসটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ, ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ না করলে এর কার্যকারিতা কমে যায়, যার কারণে তা এক সময় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আপনি হয়তো-বা অবাক হয়ে বলতে পারেন : আমাদের মতো মানুষদেরও আবার ইউজার-ম্যানুয়াল বা ব্যবহার-প্রণালি আছে নাকি, যার আলোকে

আমরা কী করব না করব তা ঠিক করব! আমি বলব : হ্যাঁ, আছে। আর আমরা দৈনন্দিন জীবনে তারই আলোকে অন্যদের সাথে লেনদেন ও মেলামেশা করি। আর এই মেলামেশা বা মিথস্ক্রিয়ার নিয়মগুলো অনেকটাই আপনার সেই ব্যবহার-প্রণালির মতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

আমরা আজকাল হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে একে-অপরের সাথে যোগাযোগ করি। ম্যাসেজ আদান-প্রদান করি। হয়তো-বা খেয়াল করবেন—আপনার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁরা ম্যাসেজের উত্তর দিতে দেরি করলে খুব বিরক্ত হন। আবার অনেকে এমন আছেন যাঁরা এটাকে তেমন কিছু মনে করেন না। যাঁরা বিরক্ত হন তাঁদের কাছে হয়তো মাঝেমধ্যে আপনাকে বকাঝকাও খেতে হয়। এ ধরনের বকাঝকা খেয়ে আপনি হয়তো-বা পরের বার থেকে সাবধানতার সাথে দ্রুত তাঁর ম্যাসেজের উত্তর দিতে তৎপর থাকেন। তেমনি জীবন-চলার পথে অনেকেই এমন আছেন, যাঁরা আপনাকে সাধারণ কোনোকিছু পড়ার জন্য পাঠান, তবে তার প্রতিক্রিয়া জানার অপেক্ষায় থাকেন না। আমি নিজেও আমার ভক্তদের অনেক ম্যাসেজ পাঠাই যার জবাবের অপেক্ষায় থাকি না। তবে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা কোনো ম্যাসেজ পাঠালে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে অপেক্ষায় থাকেন। সুন্দর ও ভালো কোনো রিপ্লাই না পেলে তাঁরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তারপর কোনো একদিন সরাসরি দেখা হলে তো কথাই নেই! তাঁর ম্যাসেজের কোনো রিপ্লাই না দেওয়ার কারণে অনেক বকাঝকা করবেন। পরের বার থেকে আপনি সাবধান। তাঁর কাছ থেকে ম্যাসেজ আসতেই আপনি সব ফেলে দিয়ে লেখেন : 'ধন্যবাদ এই সুন্দর পোস্টের জন্য!' মাঝেমধ্যে ব্যস্ততার কারণে না পড়েই এ ধরনের মন্তব্য লিখে পাঠিয়ে দেন। জান ও মান বাঁচানোর তাগিদে! এই যে তাঁর সাথে আপনার ব্যবহার, এটা কিন্তু আপনি করছেন একটা ব্যবহার-প্রণালির আলোকে। এটা হয়তো আপনি দেখছেন না। তবে তা আপনার মাথার অদৃশ্য কোনো জায়গায় বিদ্যমান। আপনার অভিজ্ঞতা আপনাকে বলে দেয়—এ লোকটা কমেন্ট না করলে খুব রাগ করেন। তবে আপনার মাথায় এটাও আছে

অন্য অনেক বন্ধু ম্যাসেজের জবাব না দিলে সেটাকে গুরুতর কোনো বিষয় মনে করেন না।

এ ধরনের ব্যবহার-প্রণালির আরেকটা উদাহরণ আমি দিতে পারি। মনে করুন, কোনো কোম্পানি, বিদ্যালয় কিংবা অফিসে আপনি কারো সাথে একটা সময় ছিলেন। তারপর আলাদা হয়ে গেলেন। তারপর আপনি নতুন কোনো অফিসে যোগ দিলেন। তার কয়েক বছর পর আপনার সেই বন্ধুও তার আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন কর্মস্থল হিসেবে আপনার অফিসেই যোগ দিল। পুরোনো বন্ধু হবার খাতিরে নতুন অফিসে যাতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেজন্য আপনি তাকে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করলেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আপনি তাকে কাজের ধরন সম্বন্ধে ধারণা দিলেন। তারপর সহকর্মীদের ব্যাপারে। তারপর না-হয় বসের ব্যাপারে। প্রয়োজনে তার ব্যাপারে কিংবা অন্য কোনো সহকর্মীর ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলে দিলেন। বলে দিলেন অমুক সহকর্মীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা যায়, যেহেতু লোকটা ভালো। আর যে-কোনো কাজে তার সাহায্য সে চাইতে পারে। এভাবে নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে আপনি একটা নির্দেশিকা তাকে দিলেন। এটা তার জন্য মানুষের সাথে কাজ করার ব্যবহার-প্রণালি। আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা যদি অন্যদের মন-মানসিকতা বুঝতে পারি, তাহলে তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা সহজ হবে। এর দ্বারা আমরা উপকার আর শান্তি—দুটোই অর্জন করতে পারব।

সংসার-জীবনে বিদ্যমান অশান্তিগুলোর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ পুরুষই জানে না, ঘরের নারীদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হয়। এ ব্যাপারে কোনো ধারণা বা ব্যবহার-প্রণালি তাদের হাতে নেই। নারীদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। তারাও জানে না স্বামীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়। তাদের কাছেও নেই এ সম্পর্কিত কোনো ব্যবহার-প্রণালি। পুরুষরা মনে করে, তার যা পছন্দ, সঙ্গিনী নারীটিরও তাই পছন্দ। যা তার কাছে গৌণ, নারীর কাছেও তা গৌণ। এর বিপরীতে নারীদের অবস্থাও একই। তারা মনে করে, যেটা তাদের কাছে গুরুত্ববহ সেটা পুরুষদের

কাছেও তাই। তার ভাবাবেগ আর পুরুষের ভাবাবেগে কোনো পার্থক্য নেই, থাকতে পারে না। কারণ, বাহ্যত দেখা যায় পুরুষের ভেতর-জগৎ নারীদের ভেতরের জগৎ থেকে একেবারেই আলাদা। যেহেতু এ বইয়ের মূল লক্ষ্যবস্তু আপনি, তাই নারীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে-ব্যাপারে আপনাকে একটি নির্দেশিকা দিয়ে দিচ্ছি। যেটা আপনার জন্য হতে পারে সংসার-জীবনের উত্তম ব্যবহার-প্রণালি।

## ১. তাকে নিয়ে কখনো লজ্জিত হবেন না

একজন স্ত্রী এটাই দেখতে পছন্দ করে যে, তার স্বামী তাকে বিয়ে করে পস্তাচ্ছে না। সে যদি এমন কোনো আচরণ আপনার সাথে করে যার জন্য আপনাকে কোনো বিপদে বা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, তাহলে এ কথা আপনাকে চিৎকার করে না বললেও চলবে, যে, তোমার জন্যই এই বিপদে পড়লাম। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর মাধ্যমে স্বামী বুঝিয়ে দিতে পারে সে স্ত্রীর কোনো আচরণে বিপদে আছে বা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছে। সে যদি অযাচিত কোনো আচরণ করে, তাহলে ইশারা-ইঙ্গিতেও আপনি তাকে তার এই আচরণের নেতিবাচকতার ব্যাপারে অবগত করতে পারেন। ধরুন, এটা বুঝাবার জন্য আপনার বন্ধুমহলে তাকে নিয়ে গেলেন না। কিংবা অপনার পরিবারের সদস্যদের সামনে তার সাথে শীতল আচরণ করলেন। তখন সে ঠিকই টের পাবে আপনি কোনো কারণে তাকে নিয়ে বিব্রত হয়েছেন। উপলব্ধি করতে পারবে তার আচরণ আপনাকে বিপদে ফেলেছে বা কষ্ট দিয়েছে!

এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। তাই-বলে তাকে শায়েস্তা করতে তার জন্য সবার সামনে ভরা মজলিসে কবিতা রচনা করে তা শোনাতে বলছি না। এই সম্পর্ক কতটা ভালো তা দেখাবার জন্য সবার সামনে তাকে জড়িয়ে ধরতেও বলছি না। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন আমি আপনাকে কী বোঝাতে চাইছি। তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে শুধু এড়িয়ে যাবেন। এরকম কোনো আসরে তাকে অগ্রাহ্য করলেই সে ব্যাপারটা বুঝে নেবে। তখনই তার

বুঝে আসবে স্ত্রী হিসেবে সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছে!

আর তার উপর যদি সন্তুষ্ট থাকেন তা বোঝাবার জন্য আপনি যে-কোনো আসরে মানুষের সামনে এমন ছোটখাটো আচরণ করতে পারেন যার মাধ্যমে সে বুঝে নেবে যে, আপনি তাকে পেয়ে ধন্য।

সবার সামনে তার রান্নার প্রশংসা করুন, বলুন তার রান্না খুব সুস্বাদু।

তাদেরকে বলে দিন যে, সে আপনার বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে সহযোগিতা করে বলে আপনি আপনার কাজে বেশি সময় দিতে পারছেন।

আপনাকে দেওয়া তার কোনো উপহারের বর্ণনা দিন সবার সামনে। আপনার এই স্মৃতিচারণেই তার বুঝে আসবে তার প্রতি আপনি কতটা কৃতজ্ঞ। যদিও বাস্তবে দেখা গেল এই উপহার আপনার পকেটের টাকা দিয়েই কেনা। আর সে যদি আপনাকে কোনো পাঞ্জাবি উপহার দিয়ে থাকে, তাহলে পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন পাঞ্জাবিটার ব্যাপারে তার মত কী। তারপর আপনি স্ত্রীর রুচির প্রশংসা করে বলবেন আপনার জন্য মানানসই জামাকাপড়ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেনায় সে খুব দক্ষ।

সে যখন কোনো বৈঠকে থাকবে তখন সবার সামনে তার পরিবারের একটু প্রশংসা করুন। তখন তার মনে হবে—তার সবকিছু নিয়ে আপনি বেশ গর্বিত!

আমরা সবাই যে কাজ করি, তার প্রশংসা অন্যের মুখে শুনতে খুব পছন্দ করি। এ প্রসঙ্গে এই গল্পটি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন—

১২ বছরের এক ছেলে একদিন দোকানে গেল ফোনে কথা বলার জন্য। রিসিভার উঠিয়ে নম্বর ডায়াল করে কথা শুরু করে দিল।

এই দৃশ্যটা দেখে দোকানদারের খুব ভালো লাগল। ছেলেটা টের না-পায়-মতো অবস্থান থেকে মনোযোগ দিয়ে তার কথোপকথন শুনতে লাগল।

'ম্যাম, আমি কি আপনার বাগানে একটু ঘাস কাটার কাজ পেতে পারি?'

'ধন্যবাদ বাবা, এ কাজের জন্য আমার লোক আছে।'

'ম্যাম, আমি অর্ধেক বেতন নেব!'

'ধন্যবাদ, এখন যে লোকটা আছে তার কাজেই আমি সন্তুষ্ট। তাকে পাল্টানোর কোনো কারণ দেখছি না।'

'আমি আপনার বারান্দা আর বাড়ির সামনের রাস্তাও পরিষ্কার করে দেব। আর আমি কাজে হাত দিলে বাগানটা এখন যেমন আছে তার চাইতেও সুন্দর দেখাবে।'

'বললাম তো, এখন যে আছে তার কাজেই আমি সন্তুষ্ট!'

এবার ছেলেটা রিসিভার রেখে দিল। তবে ব্যর্থ হলেও তার মুখে হাসি লেগেই থাকল। দোকানদার তা দেখে বলল, 'তোমার কাজ করার আগ্রহ আর আত্মবিশ্বাস দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, তুমি আমার দোকানে কাজ করলে? বাসায় বাসায় মাল পার্সেল করলে? তবে বেতন কিন্তু ওই মহিলার কাছে যা চেয়েছ, তাই পাবে!'

'ধন্যবাদ জনাব আপনাকে। আমি শুধু আমার কাজের মানের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে ফোনটা করেছি। আমিই আসলে ম্যামের বাগানে কাজ করি!'

এবার একটু কল্পনা করে দেখুন, রিসিভার রাখার পর সে কতটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে হাসছিল। এর বিপরীতে কল্পনা করুন তো, তাকে যদি বলা হতো, মহিলা তার কাজে খুশি না, তাহলে তার মুখের অবস্থা কী হতো! এই পার্থক্যটাই আমাদের কল্পনা করা উচিত আমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে। যদি সে উপলব্ধি করতে পারে—তাকে নিয়ে আপনি গর্বিত আর যদি সে উপলব্ধি করতে পারে তাকে নিয়ে আপনি লজ্জিত, তাহলে অনুভূতির পার্থক্যটা কেমন হতে পারে?

## ২. মানুষের সামনে তার সমালোচনা করবেন না

এখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটার সাথে আগেরটার হয়তো তেমন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে না, কিছুটা পার্থক্য যে আছে তা এখনই বুঝতে পারবেন। তা না হলে আমি আলাদা পয়েন্ট

আকারে আলোচনা করতে যাচ্ছি কেন!

আগের পয়েন্টে আমরা মানুষের সামনে আপনাকে বিব্রত না হবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী খুব শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপন করছে। স্ত্রীকে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় নিয়ে যায়, তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার বিবাহিত বন্ধুদের বাসায়ও যায় তাকে নিয়ে। তাকে বুঝতেই দেয় না তার উপর সে সামান্য অতিষ্ঠ। সে যে তার জীবনের একটা আপদ এটা তো বুঝতে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না!

তবে তার এ সামাজিকতার মধ্যে কী যেন একটা নেই। একটু খুঁজলে দেখা যাবে কোথাও একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে। সে সবার সামনে স্ত্রীর অনেক ভুল শুধরে দেয় যা সে বাসায় গিয়ে একান্তে বোঝালেই পারত।

আমরা যেমনটা বলে থাকি—মানুষের সামনে উপদেশ দেওয়া মানে বেইজ্জত করা, তাহলে এবার ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা কত মন্দ হতে পারে—যদি তা হয় সবার সামনে তার সমালোচনা। গোপনে হলে উপদেশ কেন আমরা সমালোচনাও মেনে নিতে প্রস্তুত। তবে তা হতে হবে সুন্দরতম উপায়ে। পক্ষান্তরে সুন্দরভাবে হলেও সবার সামনে সমালোচনা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না!

আমরা যদি চাই কেউ আমাদের সমালোচনা মেনে নিক, তাহলে তা হতে হবে একান্তে এবং যে সুন্দর উপায়ের কথা বলেছি সে উপায়ে।

মহাবিশ্ব পানে তাকিয়ে দেখুন না! সবকিছু কেমন সময়ানুবর্তিতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্য নির্দিষ্ট সময়ে ওঠে আর অস্ত যায়। ঋতু কখনো আগে আসে না আবার দেরিতেও যায় না। ফুল বসন্তে ফোটে। ফল গ্রীষ্মে পাকে। চাষীরা নির্দিষ্ট সময়ে বীজ বপন করেন তাঁদের ফসল ঘরে তোলার লক্ষ্যে। ফসল কাটার মৌসুম না এলে তাঁদের কখনো ফসল ঘরে তুলতে দেখা যায় না। আল্লাহ তাঁর মহাবিশ্ব পরিচালনা করে যাচ্ছেন নির্দিষ্ট সময় ধরে। এই যেমন চাঁদ-সূর্য-গ্রহরাজি। আর তাঁর বান্দারাও অনেক কিছু পরিচালনা করছে নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে। ক্লাস, অফিস—সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। যদি এসবের মধ্যে সময়ের হেরফের হয়

তাহলে কী ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা আর কল্পনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আল্লাহ যখন হুকুম করবেন তখনই এগুলো সময়ানুবর্তিতা হারিয়ে ফেলবে। আর তখন দেখা দেবে মহাপ্রলয়, যা ধ্বংসেরই নামান্তর!

আমরা যদি কাউকে অসময়ে ওয়াজ-নসীহত শুরু করে দিই, তবে তা হবে অনেকটা সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠার মতো, অসময়ে কোনো মৌসুমের আগমন কিংবা ফসলের বীজ বপন করার মতো ব্যর্থ প্রয়াস। হবে ফল পাকার আগেই তা পেড়ে ফেলার মতো ব্যাপার। এ সবই আমাদের অকল্যাণ আর ধ্বংসেরই নামান্তর।

মনে করুন, আপনার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে একদিন দাওয়াত দিলেন আপনার বাসায়। খেতে গিয়ে দেখলেন—একটা খাবারে লবণ একটু বেশি হয়ে গেছে। তখন সবার সামনেই তাকে বলে দিলেন, 'তুমি দেখি লবণ কতটুকু হবে রান্নার সময় সেটাও খেয়াল করো না!'

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এ ধরনের সমালোচনা অপমানজনক। এতে তার মনোকষ্ট বাড়বে। মনে আঘাত লাগবে, যে আঘাতের ক্ষত সহজে শোকাবার নয়। প্রথমত এ ধরনের সমালোচনা তার জন্য এক ধরনের মানহানি। মানুষ তো আসলে মানসম্মান নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। আর মানুষের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাও কিন্তু এই মানসম্মানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। আমরা তো শুধু রক্তমাংসে গড়া প্রাণী নই; আবেগ, অনুভূতি ও আত্মসম্মান দিয়েই আমরা সমাজে মানুষ হিসেবে চলি। আপনার এই উন্মুক্ত সমালোচনার পরও যদি সে চুপ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে ভেতরে ভেতরে অনেক কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে!

তাহলে সমস্যার সমাধান করবেন কীভাবে? এ ক্ষেত্রে আমরা ইতিবাচক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারি।

খাবারের কোনো এক পদে লবণটা একটু বেশি হয়ে গেছে, আপনি দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, খাওয়া-দাওয়া ও আলাপচারিতা স্বাভাবিকভাবেই চালিয়ে গেলেন। খাবার-পর্ব শেষ হলে একে একে মেহমানদের বিদায়